أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 97) www.motaher21.net

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص

" কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে। "

" Follow the law of equality."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৭৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে তার বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাস হত্যাকারী হলে ঐ দাসকেই হত্যা করা হবে, আর নারী এই অপরাধ সংঘটিত করলে সেই নারীকে হত্যা করেই এর কিসাস নেয়া হবে। তবে কোন হত্যাকারীর সাথে তার ভাই যদি কিছু কোমল ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সততার সঙ্গে রক্তপণ আদায় করা হত্যাকারীর জন্য অপরিহার্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দন্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৮ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় আরবের দু'টি গোত্রকে কেন্দ্র করে। যার একটিকে অপেক্ষাকৃত বেশি মর্যাদাবান ও সম্মানি মনে করা হত। যার কারণে সম্মানের দাবিদার গোত্রের কোন কৃতদাস হত্যা করলে অপর গোত্রের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত, কোন মহিলাকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করত।

এরূপ হতাহতের ঘটনা দু'টি মুসলিম গোত্রে ঘটে গেল যা জাহেলী যুগ থেকে চালু ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ জানালো। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ে জাহিলী প্রথা বাতিল করে দেয়। (আয়সারুত তাফাসীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯)

জাহিলী যুগ যেখানে ছিল না কোন সুষ্ঠু আইন-কানুন, ছিল না কোন মানবতা। ছিল শুধু অন্যায় অবিচার, তাদের বিধান ছিল 'জোর যার মুল্লুক তার'। তাদের এক প্রকার জুলুম ছিল এ রকম যে, যদি সবল ও সম্মানিত গোত্রের কোন পুরুষ লোক হত্যা করা হত, তাহলে কেবল হত্যাকারীকেই তারা হত্যা করত না, কখনো কখনো পুরো পরিবার ধ্বংশ করে দিত। মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে, কৃতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজকে এহেন অবস্থা থেকে মুক্ত করে ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার বিধান দিলেন 'কিসাস'-এর মাধ্যমে। হত্যাকারী পুরুষ, মহিলা, স্বাধীন ও ক্রীতদাস যেই হোক, নিহত ব্যক্তির কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

মুসলিমরা রক্তে সবাই সমান। (আবূ দাঊদ হা: ২৭৫১, মুসনাদ আহমাদ হা: ৬৭১৭, হাদীসটি সহীহ)।

আয়াতের সরল অনুবাদে বলা হয়েছে- স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী হত্যা করা হবে। এমতাবস্থায় যদি স্বাধীন ব্যক্তি ক্রীতদাসকে হত্যা করে বা পুরুষ মহিলাকে হত্যা করে তাহলে কি ক্রীতদাসের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে আর মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করা হবে না? উত্তর আয়াতটির এ শব্দগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে সাজানোর কারণ হল- অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ জাহিলী যুগের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যেমন কৃতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত বা মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করত এমন করা যাবে না। বরং কিসাসে হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। তাতে সে

পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক, সবল হোক আর দুর্বল হোক, উঁচু বংশের হোক আর নীচু বংশের হোক। এটাই হলো মুসলিমরা রক্তে সবাই সমান।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ)

"আমি তাদের জন্য তাতে ফরয করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম।" (সূরা মায়িদা ৫:৪৫)

(فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ) ক্ষমা করে দেয়া দু'ভাবে হতে পারে:

১. বিনিময় ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমা করা।

২. কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভালভাবে আদায় করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(أَخِيْهِ) "তার ভাই" অর্থাৎ হত্যাকারী কাফির হবে না। কারণ এখানে ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীনি ভাই। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এ অপরাধ করলে একজন মুসলিম কাফির হতে পারে না, যদি সে ঐ অপরাধ করা বৈধ মনে না করে।

(ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُم)

অর্থাৎ কিসাস না আদায় করে দিয়াত গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়ার বিধান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমাদর প্রতি শাস্তি হ্রাস ও বিশেষ অনুগ্রহ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে কিসাস প্রথা চালু ছিল, কিন্তু দিয়াত তাদের মধ্যে চালু ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আর তা হলোঃ হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকের কিসাস নেয়া হবে। হ্যাঁ, কোন হত্যাকারীর সঙ্গে তার কোন (মুসলিম) ভাই নম্রতা দেখাতে চাইলে উল্লিখিত আয়াতে ক্ষমা এর অর্থ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত গ্রহণ করে কিসাস ক্ষমা করে দেয়া।

(فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)

অর্থাৎ এ ব্যাপারে যথাযথ বিধি মেনে চলবে এবং নিষ্ঠার সাথে দিয়াত আদায় করে দেবে। তোমাদের পূর্বের লোকেদের ওপর আরোপিত কিসাস হতে তোমাদের প্রতি দিয়াত ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি শাস্তি হ্রাস ও বিশেষ অনুগ্রহ। (সহীহ বুখারী হা: ৪৪৯৮)

তবে কিসাস আদায় করা, দিয়াত গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়া নিহত পরিবারের ইখতিয়ারাধীন, তাদেরকে কোনটাতে বাধ্য করা যাবেনা। এতে হত্যাকারী সন্তুষ্ট থাকুক আর নাই থাকুক।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: কোন ব্যক্তির (অধীনস্থ) কাউকে হত্যা করা হয়ে থাকলে তার দু'টি অবকাশ রয়েছে: এক. সে ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে। দুই. ইচ্ছা করলে কিসাস আদায় করতে পারবে। (সহীহ বুখারী হা: ১১২, ২৪৩৪, সহীহ মুসলিম হা: ১৩৫৫)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তাকে ক্ষমা করেও দিতে পারবে এ অধিকার রয়েছে। (ইরওয়া হা: ২২২০)

আর একজন ব্যক্তিকে হত্যার কারণে আক্রোশমূলক একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। তবে একাধিক ব্যক্তি একজনকে হত্যা করার কাজে সম্পৃক্ত থাকলে তাদের সবাইকে হত্যা করা যাবে। (ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীর দিয়াত অধ্যায়ে সনদবিহীন বর্ণনা করেছেন: উমার (রাঃ) একজন সানআ ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে সাতজনকে হত্যা করেছেন)। অনুরূপ পিতা সন্তানকে হত্যা করলে সন্তানের বদলে পিতাকে হত্যা করা যাবেনা। কারণ পিতা মূল আর সন্তান হল শাখা। (তিরমিযী হা: ১৪০০, ইবনু মাযাহ হা: ২৬৪৬, সহীহ) আবার কোন কাফিরকে মুসলিম হত্যা করলে তার বদলে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। (সহীহ বুখারী হা: ১১১)

(ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُم)

'এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে হালকা বিধান'অর্থাৎ কিসাস না আদায় করে দিয়াত গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়ার বিধান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি শাস্তি হ্রাস ও বিশেষ অনুগ্রহ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে কিসাস প্রথা চালু ছিল, কিন্তু দিয়াত তাদের মধ্যে চালু ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকের কিসাস নেয়া হবে। হ্যাঁ, কোন হত্যাকারীর সঙ্গে

তার কোন (মুসলিম) ভাই নম্রতা দেখাতে চাইলে উল্লিখিত আয়াতে ক্ষমা এর অর্থ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত গ্রহণ করে কিসাস ক্ষমা করে দেয়া।

দিয়াত বা রক্তপণ গ্রহণ করার পর অথবা ক্ষমা করার পরও যদি কেউ হত্যাকারীকে হত্যা করে তাহলে তা সীমালংঘন হবে। তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলছেন, এ কিসাসে তোমাদের জীবন রয়েছে। অর্থাৎ যখন হত্যাকারীর এ ভয় থাকবে যে, হত্যা করলে তাকেও হত্যা করা হবে তখন সে অবশ্যই হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। তাই যে সমাজে কিসাস বলবত থাকবে, সে সমাজ হত্যা, খুন-খারাবী ও অন্যায় থেকে মুক্ত থাকবে। ফলে সমাজে আসবে শান্তি ও নিরাপত্তা। এটাই হল কিসাসের মাঝে জীবন এর ব্যাখ্যা।

'কিসাস' হচ্ছে রক্তপাতের বদলা বা প্রতিশোধ। অর্থাৎ হত্যাকারীর সাথে এমন ব্যবহার করা যেমন সে নিহত ব্যক্তির সাথে করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, হত্যাকারী যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ঠিক সেভাবে তাকেও হত্যা করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে একজনকে হত্যা করেছে, তাকেও হত্যা করা হবে।

জাহেলী যুগে হত্যার বদলা নেয়ার ব্যাপারে একটি পদ্ধতি প্রচলন ছিল। কোন জাতি বা গোত্রের লোকেরা তাদের নিহত ব্যক্তির রক্তকে যে পর্যায়ের মূল্যবান মনে করতো হত্যাকারীর পরিবার, গোত্র বা জাতির কাছ থেকে ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যের রক্ত আদায় করতে চাইতো। নিহত ব্যক্তির বদলায় কেবলমাত্র হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করেই তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতো না। বরং নিজেদের একজন লোক হত্যা করার প্রতিশোধ নিতে চাইতো তারা প্রতিপক্ষের শত শত লোককে হত্যা করে। তাদের কোন অভিজাত ও সম্মানী ব্যক্তি যদি অন্য গোত্রের একজন সাধারণ ও নীচু স্তরের লোকের হাতে মারা যেতো, তাহলে এক্ষেত্রে তারা নিছক হত্যাকারীকে হত্যা করাই যথেষ্ট মনে করতো না। বরং হত্যাকারীর গোত্রের ঠিক সমপরিমাণ অভিজাত ও মর্যাদাশীল কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করতে অথবা তাদের কয়েক জনকে হত্যা করতে চাইত। বিপরীত পক্ষে নিহত ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে যদি কোন সামান্য ব্যক্তি হতো আর অন্যদিকে হত্যাকারী হতো বেশী মর্যাদাশীল ও অভিজাত, তাহলে এক্ষেত্রে তারা নিহত ব্যক্তির প্রাণের বদলায় হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করতে দিতে চাইতো না। এটা কেবল, প্রাচীন জাহেলী যুগের রেওয়াজ ছিল না। বর্তমান যুগেও যাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুসভ্য জাতি মনে করা হয় তাদের সরকারী ঘোষণাবলীতেও অনেক সময় নির্লজ্জের মতো দুনিয়াবসীকে শুনিয়ে দেয়া হয়ঃ

আমাদের একজন নিহত হলে আমরা হত্যাকারীর জাতির পঞ্চাশ জনকে হত্যা করবো। প্রায়ই আমরা শুনতে পাই, এক ব্যক্তিকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির আটককৃত বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। এই বিশ শতকের একটি 'সুসভ্য' জাতি নিজেদের এক ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে সমগ্র মিসরীয় জাতির ওপর। অন্যদিকে এই তথাকথিত সুসভ্য জাতিগুলোর বিধিবদ্ধ আদালতসমূহেও দেখা যায়, হত্যাকারী যদি শাসক জাতির এবং নিহত ব্যক্তি পরাজিত ও অধীনস্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তাদের বিচারকরা প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত দিতে চায় না। এসব অন্যায় ও অবিচারের পথ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারীর কোন প্রকার মর্যাদার বাছ-বিচার না করে নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র হত্যাকারীরই প্রাণ সংহার করা হবে।

"ভাই" শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মধ্যে চরম শত্রুতার সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃ সমাজেরই একজন সদস্য। কাজেই তোমাদের একজন অপরাধী ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে নিজেদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে যদি দমন করতে পারো তাহলে এটাই হবে তোমাদের মানবিক ব্যবহারের যথার্থ উপযোগী। এ আয়াত থেকে একথাও জানা গেলো যে, ইসলামী দণ্ডবিধিতে নর হত্যার মতো মারাত্মক বিষয়টিও উভয় পক্ষের মর্জীর ওপর নির্ভরশীল। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়ার অধিকার রাখে এবং এ অবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের ওপর জোর দেয়া আদালতের জন্য বৈধ নয়। তবে পরবর্তী আয়াতগুলোর বর্ণনা অনুযায়ী হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়া হলে তাকে অবশ্যি রক্তপণ আদায় করতে হবে।

এখানে কুরআনে "মা'রুফ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে ওঠে হ্যাঁ এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রীতিকেও (Common Law) ইসলামী পরিভাষায় "উরফ" ও "মা'রুফ" বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরীয়াত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি এমন সব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

যেমন হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ আদায় করার পরও আবার প্রতিশোধ নেয়ার প্রচেষ্টা চালায় অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করার ব্যাপারে টালবাহানা করে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তার প্রতি যে উদারতা প্রর্দশণ করে নিজের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের মাধ্যমে তার জবাব দেয়। এসবগুলোকেই বাড়াবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

‘কিসাস’-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই ১৯৪ নং আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘অত:পর যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে’। অনুরূপ সূরা আন-নাহলের ১২৬ নং আয়াতে রয়েছে, ‘আর যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে’, এতে আলোচ্য বিষয়ই আরও বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে মতে শরীআতের পরিভাষায় ‘কিসাস’ বলা হয় হত্যা ও আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়। এখানে কয়েকটি বিষয় জানা বিশেষভাবে জরুরী: এক. কিসাস কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায়ই প্রযোজ্য। আর ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয়। সুতরাং ‘কিসাস’ অর্থাৎ ‘জানের বদলে জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দুই. এ ধরনের হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আয়াতে স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, তা একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তিন. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়া হয়, - যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দুজনই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয়, অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে এবং অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাসের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে। শরীআতের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ’ উট। চার. কেসাসের আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও ‘কিসাস’ মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত রয়েছে। পাঁচ. নিহত ব্যক্তির যে ক’জন ওয়ারিস থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই ‘মীরাস’-এর অংশ অনুপাতে ‘কিসাস’ ও ‘দিয়াত'-এর মালিক হবে এবং দিয়াত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ ‘মীরাস’-এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কিসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাসের দাবী ত্যাগ করে, তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়াতের ভাগ পাবে। ছয়. ‘কিসাস’ গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইনী কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্ অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এ জন্য আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী ‘কিসাস’-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। [মাআরিফুল কুরআন]

'ভাই' শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মাঝে চরম শত্রুতার সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃ-সমাজেরই একজন সদস্য। তাছাড়া এখানে যে ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কিসাস না গ্রহণ করে দিয়াত গ্রহণ করা। [বুখারী ৪৪৯৮]

এখানে কুরআনে মা'রুফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে উঠেঃ হ্যা, এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রীতিকেও ইসলামী পরিভাষায় 'উরফ' ও 'মা'রুফ' বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরীআত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি, এমনসব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করার পর হত্যা করতে উদ্যত হয়। [বুখারী: ১১১, মুসলিম: ১৩৭০]

'সম-অধিকার' আইন এবং এর তাৎপর্য

মহান আল্লাহ বলেন, হে মু'মিনগণ! প্রতিশোধ গ্রহণের সময় ন্যায় পন্থা অবলম্বন করা তোমাদের ওপর অবধারিত তথা ফরয করে দেয়া হয়েছে। অতএব স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারীকে হত্যা করবে। এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে না। যেমন সীমালঙ্ঘন করেছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা। তারা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিবর্তন করে ফেলেছিলো।' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, অজ্ঞতার যুগে বানু নাযীর ও বানু কুরাইযা নামক ইয়াহুদীদের দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বানু নাযীর জয়যুক্ত হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে এ কথার চালু হয় যে, যখন বানু নাযীরের কোন লোক বানু কুরাইযার লোককে হত্যা করবে তখন প্রতিশোধরূপে বানু নাযীরের ঐ লোকটিকে হত্যা করা হবে না। বরং রক্ত পণ হিসেবে তার নিকট হতে এক ওয়াসাক অর্থাৎ প্রায় একশ' আশি কেজি খেজুর আদায় করা হবে। আর যখন বানু কুরাইযার কোন লোক বানু নাযীরের কোন লোককে হত্যা করবে তখন প্রতিশোধরূপে তাকেও হত্যা করা হবে এবং রক্তপণ গ্রহণ করা হলে দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই ওয়াসাক খেজুর গ্রহণ করা হবে। সুতরাং মহান আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে অজ্ঞতার যুগে ঐ জঘন্য প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দেন।

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) এর বর্ণনায় এই আয়াত অবতীর্ণের কারণ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'আরবের দু'টি গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা পর-পরে প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীদার হয় এবং বলে, আমাদের দাসের পরিবর্তে তাদের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক এবং আমাদের নারীর পরিবর্তে তাদের পুরুষকে হত্যা করা হোক। তাদের এই দাবি খণ্ডনে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই হুকুমটিও মানসূখ। কুর'আন মাজীদ ঘোষণা করেঃ النفس بالنفس অর্থাৎ প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ। সুতরাং

প্রত্যেক হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করা হবে। স্বাধীন দাসকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত পুরুষ নারীকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত। সর্বাবস্থায় এই বিধানই চালু থাকবে।

ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এরা পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করতো না, এই কারণেই النفس بالنفس والعين بالعين আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং স্বাধীন লোক সবাই সমান। প্রাণের বদলে প্রাণ নেয়া হবে। হত্যাকারী পুরুষই হোক বা স্ত্রী হোক। অনুরূপভাবে নিহত লোকটি পুরুষই হোক বা স্ত্রী হোক।

যখনই কোন স্বাধীন ব্যক্তি, স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করবে তখন তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। এরূপভাবে এই নির্দেশ দাস ও দাসীর মধ্যে চালু থাকবে। যে কেউই প্রাণ নাশের ইচ্ছায় অন্যকে হত্যা করবে, প্রতিশোধ স্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে। হত্যা ছাড়া যখম বা কোন অঙ্গহানীরও একই নির্দেশ। ইমাম মালিক (রহঃ) এই আয়াতটিকে النفس با لنفس এই আয়াত দ্বারা মানসূখ বলেছেন।

জিজ্ঞাস্যঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ইমাম সাওরী (রহঃ) ইমাম আবূ লায়লা (রহঃ) এবং ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ)-এর মাযহাব এই যে, কোন আযাদ ব্যক্তি যদি কোন গোলামকে হত্যা করে তবে তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। ‘আলী (রাঃ), ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ), সা‘ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) ইবরাহীম নাখ‘ঈ (রহঃ)-এরও একটি বর্ণনা অনুসারে সাওরী (রহঃ)-এরও মাযহাব এটাই যে যদি কোন মনিব তার গোলামকে হত্যা করে তবে তার পরিবর্তে মনিবকেও হত্যা করা হবে। এর দালীল রূপে তাঁরা এই হাদীসটি পেশ করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"من قتل عبده قتلناه، ومن جذعه جذعناه، ومن خصاه خصيناه"

‘যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে আমারাও তাকে হত্যা করবো। যে তাঁর গোলামকে নাক কেটে নিবে আমরাও তাঁর নাক কেটে নিবো এবং যে তাঁর অণ্ডকোষ কেটে নিবে তারও এই প্রতিশোধ নেয়া হবে।’ (হাদীস য‘ঈফ। সুনান আবূ দাউদ ৪/১৭৬/৪৫১৫, জামি‘ তিরমিযী ৪/১৮, ১৯, ৪৭৫১, সুনান ইবনে মাজাহ ২/৮৮৮/২৬৬৩, সুনান দারিমী ২/২৫০/২৩৫৮, মুসনাদে আহমাদ ৫/১০, ১২, ১৮, মুসতাদরাক হাকিম ৪/৩৬৭)

কিন্তু জামহূরের মাযহাব এই মনীষীদের উল্টো। তাদের মতে দাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না। কেননা, দাস এক প্রকারের মাল। সে ভুল বশতঃ নিহত হলে রক্তপণ দিতে হয় না, শুধুমাত্র তার মূল্য আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে তার হাত, পা ইত্যাদির ক্ষতি হলে প্রতিশোধের নির্দেশ নেই।

কাফেরের পরিবর্তে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে বেশির ভাগ 'আলিমের সিদ্ধান্ত হলো এই যে, একজন মুশরিককে হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারী মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। ইমাম বুখারী (রহঃ) 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

'কাফেরকে হত্যা করার জন্য মুসলিম হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবেনা।' (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ১/২৪৬/১১১, জামি' তিরমিযী ৪/১৮, ১৯/১৪১৪, সুনান ইবনে মাজাহ ২/৮৮৭/২৬৫৮, সুনান দারিমী ২/২৪৯/২৩৫৬, মুসনাদে আহমাদ ১/৭৯/৫৯৯) এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই কিংবা এর বিপরীত বর্ণনার কোন সহীহ হাদীসও পাওয়া যায় না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সূরা আল মায়িদার النفس بالنفس আয়াতটি ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য করে কাফিরের পরিবর্তে মুসলিমকেও হত্যা করা যাবে বলে অভিমত দিয়েছেন।

মাস'আলাঃ হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আত্তার (রহঃ) এর উক্তি রয়েছে যে, পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে না। এর দালীল রূপে তারা উপরোক্ত আয়াতটি পেশ করে থাকেন। কিন্তু জামহূর 'উলামা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা সূরাহ আল মায়িদার এই আয়াতটি সাধারণ , যার মধ্যে النفس بالنفس বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্তি রয়েছেঃ " المسلمون تتكافأ دماؤهم" অর্থাৎ মুসলমানদের রক্ত পরস্পর সমান। (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-৩/৮০/২৭৫১, সুনান ইবনে মাজাহ-২/৮৯৫/২৬৫৮, মুসনাদে আহমাদ ৫২/১৯২/৬৭৯৭, সুনান বায়হাক্বী- ৮/২৯) লাইস (রহঃ) এর মাযহাব এই যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে তবে তাঁর পরিবর্তে তাকে অর্থাৎ স্বামীকে হত্যা করা হবে না।

মাস'আলাঃ চার ইমাম এবং জামহূর 'উলামার মতামত এই যে, কয়েকজন মিলে একজন মুসলিমকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাদের সকলকে হত্যা করা হবে। 'উমার (রাঃ)-এর যুগে সাতজন মিলে একটি লোককে হত্যা করে। তিনি সাতজনকেই হত্যা করার আদেশ দেন এবং বলেনঃ

لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ যদি 'সান'আ' পল্লীর সমস্ত লোক এই হত্যায় অংশগ্রহণ করতো তাহলে আমি প্রতিশোধস্বরূপ সকলকেই হত্যা করতাম।' (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী-১২/২৩৬/৬৮৯৬, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-২/১৩/৮৭১) কোন সাহাবীই তাঁর যুগে তাঁর এই ঘোষণার বিরোধিতা করেন নি। সুতরাং এ কথার ওপর যেন ইজমা' হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, একজনের পরিবর্তে একটি দলকে হত্যা করা হবে না, বরং একজনের পরিবর্তে একজনকেই হত্যা করা হবে। মু'আয (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রহঃ), 'আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইবনে সীরীন (রহঃ) এবং হাবীব ইবনে আবি সাবীত (রহঃ) হতেও এই উক্তিটি বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনজির (রহঃ) বলেন যে, এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক মত।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, 'নিহত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী যদি হত্যাকারী কোন অংশ ক্ষমা করে দেয় তাহলে সেটা অন্য কথা।' অর্থাৎ সে হয়তো হত্যার পরবর্তী রক্তপণ স্বীকার করে কিংবা হয়তো তার অংশের রক্তপণ ছেড়ে দেয় এবং স্পষ্টভাবে ক্ষমা করে দেয়। যদি সে রক্তপণের ওপর সম্মত হয়ে যায় তাহলে সে যেন হত্যাকারীর ওপর জোর-জবরদস্তি না করে, বরং যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে তা আদায় করে। হত্যাকারীর কর্তব্য এই যে, সে যেন তার সদ্ভাবে পরিশোধ করে, টাল-বাহানা না করে।

মাস'আলাঃ ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দ, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মাযহাব এবং একটি বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর মাযহাবও এই যে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কিসাস ছেড়ে দিয়ে রক্তপণের ওপর সম্মত হওয়া তখন জায়িয হবে যখন স্বয়ং হত্যাকারীও তাতে সম্মত হয়। কিন্তু অন্যান্য মনীষীগণ বলেন যে, এতে হত্যাকারীর সম্মতির শর্ত নেই।

মাস'আলাঃ পূর্ববর্তী একটি দল বলেন যে, নারীরা যদি কিসাসকে ক্ষমা করে দিয়ে রক্তপণের ওপর সম্মত হয়ে যায় তবে তার কোন মূল্য নেই। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইবনে শিবরামাহ (রহঃ), লায়স (রহঃ) এবং আওযা'ঈ (রহঃ) এর অভিমত এটাই। কিন্তু অন্যান্য 'উলামায়ি দ্বীন তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন যে, যদি কোন নারীও রক্তপণের ওপর সম্মত হয়ে যায় তবে কিসাস উঠে যাবে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, 'ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় রক্তপণ গ্রহণ, এটা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা।' পূর্ববর্তী উম্মাতদের এ সুযোগ ছিলো না। ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানী ইসরাঈলের ওপর 'কিসাস' অর্থাৎ হত্যার পরিবর্তে হত্যা ফরয ছিলো। 'কিসাস' ক্ষমা করে রক্তপণ গ্রহণের অনুমতি তাদের জন্য ছিলো না। কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদির ওপর মহান আল্লাহ্‌র এটি বড় অনুগ্রহ যে, রক্তপণ গ্রহণও তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তাহলে এখানে তিনটি জিনিস হচ্ছে (১) 'কিসাস', ২) রক্তপণ, (৩) ক্ষমা। পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে শুধুমাত্র 'কিসাস' ও 'ক্ষমা' ছিলো, কিন্তু 'দিয়্যাতের' বিধান ছিলো না। তাওরাতধারীদের জন্য শুধু কিসাস ও ক্ষমার বিধান ছিলো এবং ইঞ্জিলধারীদের জন্য শুধু ক্ষমাই ছিলো।

তারপরে বলা হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ বা মেনে নেয়ার পরেও বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি।' যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ؛ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ. وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا।

যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হত্যার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন কারণে, তাহলে সে প্রতিশোধস্বরূপ তিনটির কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। হয়তো ১. হত্যার পরিবর্তে হত্যা, ২. ক্ষমা, ৩. দিয়্যাত বা রক্ষপণ। যদি এ গুলোর পরিবর্তে চতুর্থ কোন কিছু অন্বেষণ করে তাহলে জাহান্নামই তার একমাত্র স্থায়ী আবাসস্থল হবে। (হাদীসটি

য'ঈফ। মুসনাদে আহমাদ-৪/৩১, সুনান আবূ দাউদ-৪/১৬৯/৪৪৯৬, সুনান ইবনে মাজাহ ২/৮৭৬/২৬২৩, সুনান দারিমী ২/২৪৭/২৩৫১, সুনান বায়হাক্বী-৮/৫২, সুনান দারাকুতনী ৩/৯৬/৫৬) সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لَا أُعَافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

'দিয়্যাত গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি আবার তাকে হত্যা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।' (হাদীসটি য'ঈফ। মুসনাদে আহমাদ-৩/৩৬৩) অর্থাৎ এ হত্যার বদলা হিসেবে আর তার থেকে দিয়্যাত নেয়া হবে না, বরং তাকেই হত্যা করা হবে।

কিসাসের উপকারিতা এবং এর অপরিহার্যতা

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ﴿وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ﴾ হে জ্ঞানীরা! তোমরা জেনে রেখো যে, কিসাসের মধ্যে মানব গোষ্ঠীর অমরত্ব রয়েছে। এর মধ্যে বড় দূরদর্শিতা রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের পরিবর্তে অপরজন নিহত হচ্ছে, সুতরাং দু'জন মারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তাহেল জানা যায় যে, এটা জীবন লাভেরই কারণ। হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বয়ং এই ধারণা হবে যে, সে যাকে হত্যা করতে যাচ্ছে তাকে হত্যা করা উচিত হবে না। নতুবা তাকেও নিহত হতে হবে। এই ভেবে সে হত্যার কাজ থেকে বিরত থাকবে। তাহলে দু'ব্যক্তি মৃত্যু হতে বেঁচে যাচ্ছে। পূর্বের গ্রন্থসমূহের মধ্যেও তো মহান আল্লাহ এই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন যে, اَلْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ অর্থাৎ হত্যা হত্যাকে বাধা দেয়, কিন্তু কুর'আনুল হাকীমের মধ্যে অত্যন্ত বাকপটুতা ও ভাষা অলঙ্কারের সাথে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ 'এটা তোমাদের বেঁচে থাকার কারণ। প্রথমতঃ তোমরা মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়ত না কেউ কাউকে হত্যা করবে, আর না সে নিহত হবে। সুতরাং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করবে। تَقْوَى হচ্ছে প্রত্যেক সাওয়াবের কাজ করা এবং প্রত্যেক পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার নাম।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সমাজে কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যায় অবিচার, হত্যার ছড়াছড়ি ও অশ্লীলতা বেহায়াপনা থেকে মুক্ত থাকবে।

২. ইসলাম নারী-পুরুষ, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, ধনী-গরীব সকলের জীবনের সমান মূল্যায়ণ করেছে।

৩. শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ার একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১০৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ! 'রাইনা' বলো না বরং 'উন্‌যুরনা' বলো এবং মনোযোগ সহকারে কথা শোনো। এই কাফেররা তো যন্ত্রণাদায়ক আযাব লাভের উপযুক্ত।

১০৪ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

বিশিষ্ট তাবেঈ সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইয়াহূদীদের মধ্যে দু'জন লোক ছিল। একজন মালেক বিন সাইফ অন্যজন রিফায়াহ বিন সাঈদ। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কথা বলার সময় ''راعنا'' 'আমাদের রাখাল'বলে সম্বোধন করত। সাহাবীগণ মনে করলেন, হয়তো আহলে কিতাবগণ এ কথার দ্বারা নাবীদেরকে সম্মান করে থাকে। তাই সাহাবাগণও এরূপ কথা বলতে লাগলেন। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। (লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবে নুযুল পৃঃ ২৫)

আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সতর্ক করে বললেন: হে মু'মিনগণ! এ অর্থ হল আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী যে আদেশ বা নিষেধ করছেন তা খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল কর। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন: যখন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে বলতে শুনবে হে মু'মিনগণ! তাহলে তুমি তা খুব খেয়াল করে শুনবে। কারণ হয়তো কোন কল্যাণের নির্দেশ দিবেন অথবা কোন অকল্যাণ থেকে নিষেধ করবেন। সুতরাং আমাদের যথাযথ সতর্ক হওয়া উচিত।

আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন: সাহাবাগণ যখন দীনের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করতেন তখন বলতেন راعنا অর্থাৎ আমাদের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করুন, আমাদের অবস্থা একটু লক্ষ করুন। কিন্তু ইয়াহূদীরা এ সুযোগে উক্ত শব্দকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে লাগল এবং বলতে লাগল راعنا হে আমাদের রাখাল। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদেরকে এ শব্দ পরিহার করতে নির্দেশ দিলেন এবং انظرنا অর্থাৎ আমাদের দিকে লক্ষ করুন! এ কথা বলার নির্দেশ দিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন। কেননা راعنا শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক; এ শব্দটি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন অর্থে ব্যবহার হয় এবং আমাদের রাখাল অর্থেও ব্যবহার হয়। এর মূল উৎস হল رِعَايَةٌ যার অর্থ হল দেখাশোনা করা।

এ আয়াত প্রমাণ করে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য হয় এমন কথা ও কাজ করা যাবে না। আরো জানা গেল এমন শব্দ যা দ্ব্যর্থবোধক, ভাল-মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহার হয়, আদব ও সম্মানার্থে এবং (বেআদবীর) ছিদ্রপথ বন্ধ করতে তার ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যারা কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, তারা তাদেরই শামিল।

পরবর্তী আয়াতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইয়াহূদী ও মুশরিকদের হিংসার কথা তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিমদের প্রতি তাদের এতই বিদ্বেষ ও আক্রোশ যে, মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোন কল্যাণ নাযিল হোক তা তারা চায় না। তাদের জেনে রাখা উচিত, সবকিছুর প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত প্রদান করেন। তাদের বিদ্বেষ ও আক্রোশে মুসলিদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রুদ্ধ হয়ে যাবে না। তবে মুসলিমদের সর্বদা তাদের চক্রান্ত ও বিদ্বেষের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে, প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে।

এ রুকূ'তে এবং পরবর্তী রুকূ'গুলোতে ইহুদিদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও ইসলামী দলের বিরুদ্ধে যেসব অনিষ্টকর কাজ করা হচ্ছিল সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তারা মুসলমানদের মনে যে সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল এখানে সেগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের আলাপ-আলোচনায় যেসব বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতো, সেগুলোও এখানে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও সামনে থাকা উচিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পর যখন শহরের আশপাশের এলাকায় ইসলামের দাওয়াত বিস্তার লাভ করতে থাকলো তখন ইহুদিরা বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় বিতর্কে টেনে আনার চেষ্টা করতে থাকলো। তাদের তিলকে তাল করার, অতি গুরুত্বহীন বিষয়কে বিরাট গুরুত্ব দেয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করার, সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন করার ও প্রশ্নের মধ্য থেকে প্রশ্ন বের করার মারাত্মক রোগটি এসব সরলমনা লোকদের মনেও তারা সঞ্চারিত করতে চাচ্ছিল। এমন কি তারা নিজেরাও সশরীরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এসে প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে নিজেদের নীচ মনোবৃত্তির প্রমাণ পেশ করতো।

ইহুদিরা কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এলে অভিবাদন, সম্ভাষণ ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে নিজেদের মনের ঝাল মিটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতো। দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বলা, উচ্চস্বরে কিছু বলা এবং অনুচ্চস্বরে অন্য কিছু বলা, বাহ্যিক ভদ্রতা ও আদব-কায়দা মেনে চলে পর্দান্তরালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা ও অপমান করার কোন কসরতই বাকি রাখতো না। পরবর্তী পর্যায়ে কুরআনে এর বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ শব্দটি বহু অর্থবোধক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার সময় ইহুদিদের যখন একথা বলার প্রয়োজন হতো যে, থামুন বা 'কথাটি আমাদের একটু বুঝে নিতে দিন' বা তখন তারা 'রাইনা' বলতো। এ শব্দটির বাহ্যিক অর্থ ছিল, 'আমাদের একটু সুযোগ দিন' বা 'আমাদের কথা শুনুন।' কিন্তু এর আরো কয়েকটি সম্ভাব্য অর্থও ছিল। যেমন হিব্রু ভাষায় অনুরূপ যে শব্দটি ছিল তার অর্থ ছিলঃ 'শোন, তুই বধির হয়ে যা।' আরবী ভাষায়ও এর একটি অর্থ ছিল, 'মূর্খ ও নির্বোধ'। আলোচনার মাঝখানে এমন সময় শব্দটি প্রয়োগ করা হতো যখন এর অর্থ দাঁড়তো, তোমরা আমাদের কথা শুনলে আমরাও তোমাদের কথা শুনবো। আবার মুখটাকে একটু বড় করে 'রা-ঈয়ানাও (راعينا) বলার চেষ্টা করা হতো। এর অর্থ দাঁড়াতো 'ওহে, আমাদের রাখাল!' তাই মুসলমানদের হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা এ শব্দটি ব্যবহার না করে বরং 'উন্‌যুরনা' বলো। এর অর্থ হয়, 'আমাদের দিকে দেখুন ' 'আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন' অথবা 'আমাদের একটু বুঝতে দিন।' এরপর আবার বলা হয়েছে, 'মনোযোগ সহকারে কথা শোনো। 'অর্থাৎ ইহুদিদের একথা বার বার বলার প্রয়োজন হয়। কারণ তারা নবীর কথার প্রতি আগ্রহী হয় না এবং তাঁর কথা বলার মাঝখানে তারা নিজেদের চিন্তাজালে বার বার জড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু তোমাদের তো মনোযোগ সহকারে নবীর কথা শুনতে হবে। কাজেই এ ধরনের ব্যবহার করার প্রয়োজনই তোমাদের দেখা দেবে না।

(رَاعِنَا) বা 'রা'এনা' শব্দটি আরবী ভাষায় নির্দেশসূচক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন'। সাহাবাগণ এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। কিন্তু এ শব্দটি ইয়াহুদীদের ভাষায় এক প্রকার গালি ছিল, যা দ্বারা বুঝা হতো বিবেক বিকৃত লোক। তারা এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে উপহাসসুচক ব্যবহার করত মুমিনরা এ ব্যাপারটি উপলব্ধি না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে ব্যবহার করা শুরু করে, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরণের কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে আয়াত নাযিল করেন। অন্য আয়াতে এ ব্যাপারটিকে ইয়াহুদীদের কুকর্মের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু লোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে এবং বলে, শুনলাম ও অমান্য করলাম এবং শোনে না শোনার মত; আর নিজেদের জিহবা কুঞ্চিত করে এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্ল করে বলে, 'রা'এনা'। কিন্তু তারা যদি বলত, "শুনলাম ও মান্য করলাম এবং শুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর', তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সংগত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। " [সূরা আন-নিসা ৪৬]

এ শব্দটির অর্থ ‘আমাদের প্রতি তাকান'। এ শব্দের মাঝে ইয়াহুদীদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এ ধরণের শব্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে, অমুসলিম তথা বাতিল পন্থীরা যে সমস্ত দ্ব্যর্থমূলক শব্দ এবং সন্দেহমূলক বাক্য ব্যবহার করে থাকে, সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে।

رَاعِنَا এর অর্থ আমাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ ও আমাদের দিকে খেয়াল করুন! কোন কথা বুঝা না গেলে এই শব্দ ব্যবহার করে শ্রোতা নিজের প্রতি বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু ইয়াহুদীরা বিদ্বেষ ও অবাধ্যতাবশতঃ এই শব্দের কিছুটা বিকৃতি ঘটিয়ে ব্যবহার করত যাতে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটতো এবং তাদের অবাধ্যতার স্পৃহায় মিষ্ট স্বাদ পেত। যেমন তারা বলত, رَاعِيْنَا 'রায়ীনা' (আমাদের রাখাল) অথবা رَاعِنَا 'রায়েনা' (নির্বোধ)। অনুরূপভাবে তারা السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ এর পরিবর্তে السَّامُ عَلَيْكُمْ (আপনার মৃত্যু হোক!) বলত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, তোমরা "اُنْظُرْنَا' বলো। এ থেকে প্রথম একটি বিষয় এই জানা গেল যে, এমন শব্দসমূহ যার মধ্যে দোষ ও অপমানকর অর্থের আভাস পর্যন্ত থাকবে, আদব ও সম্মানার্থে এবং (বেআদবীর) ছিদ্রপথ বন্ধ করতে তার ব্যবহার ঠিক নয়। আর দ্বিতীয় যে বিষয় প্রমাণিত হয় তা হল, কথা ও কাজে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা জরুরী। যাতে মুসলিম সেই তিরস্কারে শামিল না হয়, যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "যে কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে।" (আবূ দাউদ, কিতাবুল্লিবাস, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)

বক্তব্য পেশ করার আদব

মহান আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর মু'মিন বান্দাগণকে কাফেরদের কথা-বার্তা এবং তাদের কাজের সাদৃশ্য হতে বিরত রাখছেন। ইয়াহুদীরা কতকগুলো শব্দ জিহ্বা বাঁকা করে বলতো এবং এটা দ্বারা খারাপ অর্থ নিতো। যখন মহান আল্লাহ তাদেরকে বলতেনঃ ‘আমার কথা শোন।’ তখন তারা বলতোঃ رَاعِنَا অর্থাৎ বিদ্রুপ । তারা ধর্মকে বিদ্রুপ করার জন্য জিহ্বাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে رَاعِنَا বলে। যদি তারা বলতোঃ আমরা শুনলাম এবং মানলাম, আমাদের কথা শুনুন এবং আমাদের প্রতি মনোযোগ দিন তাহলে এটাই তাদের জন্য উত্তম ও ভালো হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। অতএব তাদের মধ্যে ঈমান খুব কমই রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِى الدِّيْنِ١ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمَ١ۙ وَ لٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا

‘ইয়াহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ যথাস্থান হতে বাক্যবলী পরিবর্তিত করে এবং বলেঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও অগ্রাহ্য করলাম এবং বলে, শোন না শোনার মতো; এবং তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে ও ধর্মের দোষারোপ

করে বলে ‘রাইনা’; এবং যদি তারা বলতো, ‘আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও’ তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হতো; কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের অবিশ্বাসহেতু তাদেরক অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করে না। (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ৪৬)

এ সম্পর্কে অনেক হাদীসও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘এরা যখন সালাম করতো তখন বলতো ‘আসসামু ‘আলাইকুম।’ আর ‘সামুন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। সুতরাং তোমরা তার উত্তরে বলো ‘ওয়া ‘আলাইকুম।’ তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দু‘আ কবূল হবে, কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাদের দু‘আ কবূল হবে না।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদে আহমাদ ৫১১৪, সহীহুল বুখারী ৬/১১৫, আল মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ৬/৪৯। সুনান আবূ দাউদ ৪/৪০৩১)

উদ্দেশ্যঃ অত্র মহান আল্লাহ মু’মিনদেরকে কথা ও কাজে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিশেষ করেছেন। অতএব তিনি বলেনঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ‘রা‘এনা’ বলে সম্বোধন করো না, যার অর্থ আমাদের রাখাল বরং তোমরা বলবে “উনযুরনা” অর্থাৎ আমাদের প্রতি নেকদৃষ্টি দিবেন! এবং শুনে নাও, বস্তুত অবিশ্বাসীদের জন্যই রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।’

মুসনাদ আহমাদ ইবনে ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

" بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصَّغارُ على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم".

‘আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তরবারীর সাথে প্রেরিত হয়েছি। মহান আল্লাহ আমার আহার্য আমার বর্ষার ছায়ার নিচে রেখেছেন এবং লাঞ্ছনা ও হীনতা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার নির্দেশের বিপরীত করে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অর্থাৎ অমুসলিমের সাথে সাদৃশ্য আনয়ন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (মুসনাদে আহমাদ ৫০ ২/৫০, সুনান আবূ দাঊদ ৪/৩১৪)

অতএব অত্র আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, কাফেরদের কথা, কাজ, পোশাক, ‘ঈদ ও ‘ইবাদতের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা চরমভাবে নিষিদ্ধ। শরী‘আতে এর ওপর শাস্তির ধমক রয়েছে এবং চরমভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

ইবনে হাতিম (রহঃ) বলেনঃ একজন লোক ‘আবদুল্লাহ ইবনে মাস ‘উদ (রাঃ) এর নিকট এসে বললো আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, হে ঈমানদারগণ! বলে যখন তুমি মহান আল্লাহকে সম্মোধন করতে দেখবে তখন তোমার কান লাগিয়ে শোন। কেননা হয়তো তিনি কোন ভালো কাজের আদেশ দিবেন অথবা কোন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবেন।

আ‘মাশ (রহঃ) খায়সুমা (রহঃ) থেকে বলেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা কুর’আনুল কারীমে হে ঈমানদারগণ! বলে পাঠ করে থাকো, আর এটাই তাওরাতে বলা হতো হে মিসকীন বলে।

কুর’আনে বর্ণিত رَاعِنَا-এর অর্থ

رَاعِنَا এর অর্থ হচ্ছে ‘আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দাও।’ মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ ‘এর অর্থ হচ্ছে ‘বিপরীত।’ অর্থাৎ ‘বিপরীত’ এ কথা বলো না।’ এর ভাবার্থ হচ্ছে, ‘আপনি আমাদের কথা শুনুন এবং আমরা আপনার কথা শুনি।’ আনসারগণও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এ কথাই বলতে আরম্ভ করেছিলেন, যা থেকে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নিষেধ করেছেন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, رَاعِنَا বলা হয় বিদ্রুপ ও উপহাসকে। অর্থাৎ ‘তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথাকে ও ইসলামকে বিদ্রুপ করো না।’

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, রিফাআ’ ইবনে ইয়াযীদ নামক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কথা বলার সময় ‘গাইব মুসমা’ইন এ কথাটি বলতো। মুসলিমরা এ কথাটিকে সম্মানজনক মনে করে এটাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে আরম্ভ করেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে এটা নিষেধ করেন। যেমন সূরা নিসার মধ্যেও আছে। উদ্দেশ্য এই যে, মহান আল্লাহ এ কথাটিকে খারাপ জেনেছেন এবং মুসলিমদেরকে এটা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, راعنا প্রসঙ্গে আমাদের নিকট সঠিক ধারণা এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে راعنا বলে সম্মোধন না করে। কেননা এটা এমন একটি শব্দ যা মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শানে অপছন্দ করেন। এরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

"لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا: الحَبَلَة. ولا تقولوا: عبدي، ولكن قولوا: فتاي"

‘তোমরা ‘ইনাব’ অর্থাৎ আঙ্গুরকে ‘কারাম’ বলো না। বরং তোমরা এর সমার্থক শব্দ ‘হাবালাহ’ বলো। আর গোলাম কে ‘আবদ’ বলো না বরং আমার ফাতা বা যুবক এবং এ জাতীয় শব্দ বলো। (হাদীস সহীহ। সহীহ মুসলিম ৪/১৭৬৪, ১১, ১২, সুনান দারিমী ২/২১১৪, সহীহুল বুখারী ৫/২৫৫২)

আহলে কিতাব ও কাফিরেরা মুসলিমদের সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করে অথবা আহলে কিতাব ও কাফেরেরা মুসলিমদের চরম শত্রু

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ لَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾

‘গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তারা ও মুশরিকেরা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।’ অত্র আয়াতাংশে মহান আল্লাহ বহু ইশ্বরবাদী ও আহলে কিতাবদের ঘোর শত্রুতার কথা মু’মিনদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং সাবধান করছেন যে, তারা যেন ঐ সমস্ত কাফিরদের অনুসরণ না করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করে। কারণ তারা কখনো মুসলিমদের কল্যাণ চায় না।

মহান আল্লাহ মন্দ অন্তর বিশিষ্ট লোকদের হিংসা ও বিদ্বেষ সম্পর্কে মুসলিমদেরকে বলেছেন যে, তারা যে একজন পূর্ণাঙ্গ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শরী‘আত লাভ করেছে এ জন্য এরা জ্বলে পুড়ে মরছে। তাদের এটা জানা উচিত যে, এটাতো মহান আল্লাহ বারী তা‘আলার অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তার ওপরই অনুগ্রহ বর্ষণ করে থাকেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। তাই তো তিনি বলেছেনঃ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

‘মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় দয়ায় নির্দিষ্ট করে নেন এবং মহান আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।’

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শানে অশালীন শব্দ ব্যবহার ও আচরণ করা যাবে না।

৩. কাফির-মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য হয় এমন কথা ও কাজ বর্জন করা আবশ্যক।

৪. কাফির-মুশরিকরা কখনো ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ চায় না, বাহ্যিক যতই হিতাকাঙ্ক্ষী প্রকাশ করুক।